চাঁদের ভেলা

জাকির আবু জাফর

চাঁদের বেলা

জাকির আবু জাফর

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০
ই-মেইল asfaqure@bdonline.com.

www.pathagar.com

চাঁদের ভেলা
জাকির আবু জাফর
প্রী-প্র-১১৬
প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০
গ্রন্থস্বত্ব
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
প্রচ্ছদ
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস
মূল্যঃ ৪০.০০
CHANDER BHELA
BY :
ZAKIR ABU ZAFR
Published by:
Asad Bin Hafiz
Preeti Prokashon
435/Ka, Bara MoghBazar, Dhaka-1217
Phone: 841758 Fax: 880-2-839540
Published on:
February 1998
Price Tk. 40.00
ISBN-984-581-117-5

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক
আসাদ বিন হাফিজ
মোশাররফ হোসেন খান
আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ
মুহাম্মদ কালিমউল্লাহ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

প্রীতি প্রকাশন–এর অন্যান্য ছড়া ও কবিতার বই

গীতি সঞ্চয়ন– গোলাম মোস্তফা

আন্দোলিত জলপাই– সানাউল্লাহ নূরী

গাছ গাছালি পাখপাখালি– আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

রাসূলের শানে কবিতা– সম্পাদিত

হৃদয়ে জোসনা– মোহাম্মদ মোরশেদ আলী

সাবলীল– হাফিজুল মোমেন মোল্লা

স্বপ্নীল– হাফিজুল মোমেন মোল্লা

সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা– হাসান আল আব্দুল্লাহ্

বোধের আড়ালে বোধ– মোহাম্মদ রেজাউল করিম

চা বারান্দার সুখ– মুকুল চৌধুরী

ডানাঅলা অট্টালিকা– হাসান আলীম

রাজনৈতিক ছড়া– আহমদ মতিউর রহমান

রাজনৈতিক ছড়া– আসাদ বিন হাফিজ

অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার– আসাদ বিন হাফিজ

কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর– আসাদ বিন হাফিজ

আলোর হাসি ফুলের গান– আসাদ বিন হাফিজ [কিশোর কবিতা]

কুক্ কুরু কু– আসাদ বিন হাফিজ [কিশোর কবিতা]

আগুন ঝরা ছড়া– নাসির হেলাল

সুন্দর উজানে কাঁদে– নূরুল মোস্তফা রইসী

জোসনা রাতে চাঁদের সাথে– আহমদ সাকী

বৃষ্টি পড়ে সৃষ্টি নড়ে– মালেক ইমতিয়াজ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

চাঁদের ভেলা	৭	৮	বিজয় দিনের স্বপ্ন
কালের পেটে	৯	১০	শূন্যে ঘোরে
ফুল ও মুকুল	১১	১৩	নতুন শাড়ি
অন্ধকারের হাসি	১৪	১৫	বিষ্টি কেন মিষ্টি
মুক্ত আলোর ভোর	১৬	১৭	সোনার দেশ
উল্টো	১৮	১৯	অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে
স্বরূপ	২০	২১	আমার স্বপ্ন
জোসনা ধোয়া	২২	২৩	দেশের গান
সবুজ পাখি	২৪	২৫	স্মৃতি
রঙ মহলা	২৬	২৭	অথৈ গানে
চাঁদ	২৮	২৯	জীবনের রঙ
ছোট্ট ভুবন	৩০	৩১	বদ্ধ পাগল
আমার জন্মভূমি	৩২	৩৩	ঢাকা শহর
শোনরে অবুঝ	৩৪	৩৬	এক যে ছিল কবি
আজ নয় কাল	৩৭	৩৮	বনের পরে বন
বড় হবার জন্যে	৩৯	৪০	ঝিলের জলে
মহাকালের শির	৪১	৪৩	পদ্মফুলের হাসি
কাপুরুষ	৪৪	৪৫	সময়ের খেলা
নীলের সাগর	৪৬	৪৭	হাসনাহেনা ও শেফালী

৪৮ তুমি আমার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চাঁদের ভেলা

ফাগুন এলো, এলো ফাগুন
গাছে নতুন পাতা,
ক্লান্ত পথিক হাঁটছে দূরে
মাথায় দিয়ে ছাতা।

আমের বনে মুকুল আসে
বাগান ভরা ফুল,
গরুর গাড়ির রাস্তা বনে
নদীর দু'টি কূল।

ফাগুন মাসে তপ্ত দুপুর
গরম গরম হাওয়া
ধূলা-বালির মিছিল চলে,
শুধু আসা যাওয়া।

গানের পাখি গান ধরে যে
ফাগুন এলে পরে
এমন মধুর সুরে একা
থাকবো কিরে ঘরে?

রাতের বেলা তারার মেলা
সে যে কেমন খেলা,
দুধের মত জোসনা বিলায়
শুভ্র চাঁদের ভেলা।

www.pathagar.com

বিজয় দিনের স্বপ্ন

বিজয় দিনের স্বপ্ন দেখি
আসবে বিজয় কবে?
বিজয় স্বাদে মগ্ন সবাই
শান্তি সুখে রবে।

বিজয় নামের সুখের পাখি
কোন বনেতে থাকে,
শান্তি প্রিয় দেশের মানুষ
তাকেই শুধু ডাকে।

বিজয় দিনের মুক্ত হাওয়া
বইবে কবে দেশে?
বিজয় সুখে সুখী কি আর
হবে মানুষ শেষে ?

বিজয় বিজয় করে যারা
জীবন দিয়ে গেল,
বিজয় নামের পদ্ম-গোলাপ
তারা কি কেউ পেল ?

হাজার লোকের চোখের পাতা
বিজয় পথের দিকে
আসবে কখন বিজয় পাখি
সবুজ দিকে দিকে!

www.pathagar.com

কালের পেটে

আপন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছে মহাকাল
কালের পেটে স্বাধীনতার সূর্য দেখি লাল।
লাল হলো কেন্ সূর্যটা কি স্বাধীনতার শোকে
রক্তমাখা জামা পরে উঠলো এক পলকে।

স্বাধীনতার শোকে বুঝি তালগাছে নেই ডাল,
কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো সব তাই কি এত লাল!
তাই কি আকাশ হঠাৎ করে গোমড়া মুখে থাকে
ঘুম আসে না রাত দুপুরে খেকশিয়ালের ডাকে।

স্বাধীনতার আকাশ কেন কালো মেঘে ঢাকা,
স্বাধীন দেশে ঘুরছে কেন অসভ্যতার চাকা।
শকুন ফেলে মস্ত ছায়া মাথার ওপর ওড়ে,
পেটের জ্বালায় মানুষ কেন রাস্তা-পাশে ঘোরে।

গোলাপ ফুলের সুবাস কেন দেয়না মনে সুখ।
ভোরের বাতাস দূর করে না কেন সবার দুখ।
রাতের শেষে কেবল শুধু রাতের আগমন
অন্ধকারের কালো থাবা ভীষণ আক্রমণ।

স্বাধীনতার সূর্য আজো হয়না কেন স্বাধীন
স্বাধীনতার আকাশ কেন অন্ধকারের অধীন।
রাতের আঁধার শেষ হবে কি শেষ হবে পথ পিছিল
আসবে কবে সত্যিকারের স্বাধীনতার মিছিল?

www.pathagar.com

শূন্যে ঘোরে

আকাশটাকে নীল করেছে
বল কে?
নীলের দেশে তারার আলো
জ্বালে কে?
উল্কাগুলো ফুলকা দিয়ে
যে ভাবে
হন্যে হয়ে শূন্যে ঘোরে
কিভাবে?
রূপার থালা চাঁদ ওঠে যে
আকাশে
কার তুলিতে এমন রঙে
আঁকা সে?

www.pathagar.com

ফুল ও মুকুল

ফুল– শোনরে মুকুল ঝরবো আমি দিন ফুরেছে,
বাগের মালি আমার মত ফুল তুলেছে।
যত সুবাস ছিল জমা আমার মাঝে,
বিলিয়ে দিলাম সব মানুষের ভাল কাজে।

মুকুল– ফুল তুমিগো আমার পিতা জানি আমি,
সব প্রাণীদের প্রিয় তুমি অনেক দামি।
প্রজাপতি রং-বেরং এর পাখা ছড়ায়,
মৌমাছিরা তোমার থেকে মধু ঝরায়।

ফুল– ভাবছি বসে এখন এসে শোন মুকুল,
ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবী অথৈ অকুল।
সবার ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম
অকাতরে মধুর সুবাস বিলিয়ে দিলাম।

আমার আগে ফুটছে যারা এই কাননে,
আজকে তাদের চিহ্নও নেই গহীন বনে।
তারাই যখন চলে গেছে পৃথ্বি ছেড়ে,
নিশ্চিত তাই আমার প্রাণও নেবে কেড়ে।

মুকুল– এমন মায়া ভালোবাসা তোমার তরে
সবাই মিলে পারবে না তো রাখতে ধরে।
হায়রে কপাল এ কোন খেয়াল ধরা পরে
এত ফুলের মৃত্যুতে কে কাকে স্মরে!
আমি কেন জন্ম নিলাম বল বাবা
আসবেই তো আমার উপর কালো থাবা।

www.pathagar.com

ফুল– শোন মুকুল এই পৃথিবীর খেলাই এমন,
মৃত্যু ছোবল মারবে হেথা আসবে সমন।
জন্মই যার মৃত্যু তরে তার কি মতি,
মৃত্যু ছাড়া আছে কি আর অন্য গতি ?

কাজটি তোমার মধুর সুবাস বুকে পুরে
গড়বে জীবন বিলিয়ে দেবে দূর সুদূরে।
স্বার্থকতায় সোনার ফসল এটাই জান
সুন্দর হবে, হবেই যদি স্রষ্টা মান।

না হয় তোমার জীবন হবে বালির মত
পানি এসে লাগলে সৃষ্টি হবে ক্ষত
এমন জীবন করবে নাকো গঠন তুমি
যে জীবনে করবে ঘৃণা বধ্যভূমি
শোনো এবার বলি আমি আসল কথা
লক্ষ্য পানে ছুটে চলাই স্বার্থকতা।

মুকুল– দোয়া কর দু'হাত তুলে স্রষ্টা তরে,
পাই যেন গো মধুর সুবাস জীবন ভরে।

ফুল– সফলতার কানায় কানায় ভরুক জীবন,
মৃত্যু পরে সবাই তোমায় করুক স্মরণ।

www.pathagar.com

নতুন শাড়ি

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা
গরম গরম লাগে
আম চুরিটা করতে কেমন
শরম শরম লাগে।

বাহরে বাহ সে কি মজা
কাঁচা আমের মাঝে
ঝাল মরিচ লবণ তেলে
জিভে পানি জাগে।

ইচ্ছে করে জলদি খাই
দেরী সহে নাকো
ঝড় বৃষ্টির দোহাই টোহাই
ওসব এখন রাখো।

পাগলা ঝড়ে বৃক্ষ নড়ে
ভাংগে আমের ডাল
আম কুড়ানোর এইতো সুযোগ
উড়ুক ঘরের চাল।

ঝরা পাতা ঝরবে শুধু
ভরবে উঠোন বাড়ি
বোশেখ শেষে গাছ গাছালি
পরবে নতুন শাড়ি।

www.pathagar.com

অন্ধকারের হাসি

খুঁটি বিহীন আকাশটা কি নীল হয়েছে নীল,
নীলের দেশে কাটছে সাঁতার ডানা মেলে চিল।
হাজার পাখির জমছে মেলা ঝাঁকের পরে ঝাঁক
মধুর সুরে উদাস যেন হিজল বনের বাঁক।

বাঁশ বাগানের পেটের ভেতর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক
কেওড়া বনের পেছন পাড়ে খেকশিয়ালের হাঁক।
রাতের নদী ঢেউ-এর দোলায় ভাসে আলোর ফেন
ঢেউয়ের তালে ঝরছে বুঝি সকল হাসনা হেনা।

জোনাক পোকার মিটমিটে ঐ আলোক রাশি রাশি
হঠাৎ যেন দেখতে লাগে অন্ধকারের হাসি।
সাগর বুকে উঠছে দেখি ঢেউয়ের পরে ঢেউ
ঢেউ-এর মাথা মস্ত কিলে ভাংছে বুঝি কেউ।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় সারি সারি
এত্ত বড়, পাহাড়গুলো না জানি কি ভারি!
হঠাৎ যদি উল্‌টে পড়ে ঐ সাগরের পেটে
মাছগুলোকে দেবেই দেবে এক্‌কেবারে বেটে।

নাম নিশানা থাকবেনাকো থাকবেনা আর পানি,
ফেরেশতারা পাহাড় নিয়ে করবে টানাটানি।

www.pathagar.com

বিষ্‌টি কেন মিষ্‌টি

বিষ্‌টি এত মিষ্‌টি কেন বলতে পারো কেউ
বিষ্‌টি বনে তুলছে কে গো এমন সুরের ঢেউ?
টিনের চালে বিষ্‌টি কেমন ছন্দ তোলে সুর
গাছের ডালে বিষ্‌টি নেচে যাচ্ছে কত দূর?
বিষ্‌টি জলে করছে গোসল দুষ্‌ট ছেলের দল
কেয়া ফুলের ডিঙি ভাসে ছল ছলাছল ছল।

বিষ্‌টি এলে বেজায় রাগে কালো কাকের ঝাঁক
বকের সারি যায়রে কোথায়, ডাক না ওদের ডাক,
বিষ্‌টি দিনে অনেক মজা হালকা কাঁথা গাঁয়
গরম গরম তেলের পিঠা বল না কোথায় পাই?
তারচে মজা শুনতে পেলে মধুর সুরের গান
যার তুলনা হয় না কোনো, যায় ভরে যায় প্রাণ।

www.pathagar.com

মুক্ত আলোর ভোর

আমরা হবো রাতের শেষে মুক্ত আলোর পাখি
আমরা হবো কালের বিবেক দীপ্তি ঝরা আঁখি
সকাল বেলার মুক্ত পাখি ভাঙতে সবার ঘুম
আমরা হবো বকুল ফুলের সোহাগ ভরা চুম।

নিত্য নতুন আবিষ্কারে চমকে দেব সব
আনবো ধরায় নতুন সুরের নতুন কলরব।
আমরা হবো তরীর মাঝি আমরা নতুন পথ
ছিঁড়ব সকল সীমার বাঁধন থামবে নাকো রথ।

পার হবো ঢেউ সাগর নদী পার হবো পথ মরু
সবার জন্য ছড়িয়ে দেব মুক্ত স্বাধীন তরু।
থাকবোনা আর গাফেল কেউ করবো না আর ভুল
গড়বো জগত মনের মত নাইরে যাহার তুল।

www.pathagar.com

সোনার দেশ

আমার প্রাণের অতল তলে দেশের ভালোবাসা,
দেশের তরে আমার গানের ছন্দ অতুল আশা।
আমার দেশের আকাশটাতে হাজার তারার ফুল,
কি অপরূপ রূপের পুরী নেই কোন তার তুল।

দেশের মাটি কতই খাঁটি সবুজ রং-এর মেলা,
ফুল পাখি আর মৌমাছিদের হরেক রকম খেলা,
নদীগুলো আমার দেশের, রূপার মত রূপ
ঝলমলে ঐ রূপের মাঝে কেউ থাকে না চুপ।

সাদা বকের সারিতে ভাই প্রজাপতির ঝাঁক
বন ভাদালির গন্ধে দেখ কুটকুটাবে নাক।
জোসনা রাতে হাসনা হেনার মিষ্টি সুবাস ভাসে,
জোনাক পোকার উদাস আলো অন্ধকারে হাসে।

আমরা সোনার দেশটি কেবল আমার আপন করা
এই দেশেতে জীবন আমার এই দেশেতে মরা।

www.pathagar.com

উল্টো

দেখেছো কেউ ঘোড়ার ডিম?
লাউয়ের লতায় ধরে সীম?
কুমড়ো গাছে ঝিঙে ফুল,
বটের ডালে ধরে কুল,
আমের বাগান ভরা জাম
আতা ফলের কাঁঠাল নাম
রাস্তাগুলো নদী হলো
নদীগুলোর কি নাম হলো ?

খেজুর গাছে কলার পানা
কলা গাছের ফল অজানা।
রাতের বেলা সূর্য উঠে
দিনের বেলা তারা ফুটে
চোখ দিয়ে সব শুনবে তবে
কান দিয়ে ভাই দেখতে হবে
হাঁটাহাঁটি হাতের কাজ
পা দেয়াতে নেইকো লাজ?

এমন কি ভাই হতে পারে?
প্রশ্ন করি যারে তারে
অবাক হবে সবাই শুধু
জবাব তো নেই মুখটা ধু ধু।

www.pathagar.com

অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে

অন্ধকারের কপাল ফেটে জাগলো মরুর চাঁদ
উঠলো গেয়ে কুল মাখলুক রাসূল জিন্দাবাদ
আরশে'আলার মালিক যিনি রাব্বুল আলামীন
বিশ্ববাসীর পথের দিশা, পাঠান আল্-আমিন।

জাগলো মরুর বুকের মাঝে জান্নাতী সে নূর
যত্তো পাপের শক্ত দেয়াল দূর হলো সব দূর।
রাত পোহাল, হাসলো সকাল জাগলো নতুন সাঁধ,
অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে চাঁদ উঠেছে চাঁদ।

হেরার আলোয় আলোয় যাহার উদ্ভাসিত মন
বিশ্বনেতা ছিলেন তিনি, সবার আপনজন।
সব মানুষের সেরা তিনি সব সততার মূল
সপ্ত আকাশ পাতাল মাঝে নাইরে তাহার তুল।

আরব কিংবা হোক সে আজম কুল ইনসান সব
তাঁর সে নামে গানের পাখি তুলছে কলরব।
নতুন সুরের আসলো জোয়ার ভাঙলো বালির বাঁধ
অন্ধকারের শরীর বেয়ে চাঁদ উঠেছে চাঁদ।

www.pathagar.com

স্বরূপ

রাজনীতি কি অর্থনীতি সমাজনীতি ভাইরে,
ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রে আজি নীতির বালাই নাইরে।
নীতির নামে দুর্নীতি আজ যেদিক ফিরে চাইরে,
সৎ মানুষের উর্দি পরা অসৎ মানুষ পাইরে।

কথায় দক্ষ কাজী দেখি, কাজের কাজী নাইরে,
সরল পথের পথিক খুঁজে কোথায় পাব ভাইরে।
উদার দীলের দরাজ মানুষ কোথায় থাকে কইরে,
পরিশ্রমে নেই কোন মন কথার ফোটে খইরে।

হায়রে মানুষ স্বার্থ-বসে কেন এমন হয়রে,
নিজের জগৎ থাকে ঢাকা পরের কথা কয়রে।
দিনের মানুষ রাতের বেলা আগের মত নয়রে
জালিম যারা পার পেয়ে যায় দুর্বলেরা সয়রে।

আপন আপন করে সবাই দুহাত ভরে লয়রে
থাকবে নাতো এত্তটুকু যখন হবে ক্ষয়রে।

www.pathagar.com

আমার স্বপ্ন

নতুন সুরে জাগিয়ে দেবো ঘুমিয়ে থাকা বিশ্বকে,
মনের মত সাজিয়ে দেব দুখী যত নিঃস্বকে।
জাগবে আশা সবার মনে জাগবে নতুন রঙ্গনে,
সামনে চলার মন্ত্র নেব বিশাল আকাশ অঙ্গনে।

চমকে দেব বিশ্বটাকে আবিষ্কারের যন্ত্রতে,
থমকে যাবে অসভ্যতা জীবন গড়ার মন্ত্রতে,
মুক্ত জীবন করবো গঠন দূর করে সব মন্দকে
কুড়িয়ে নেব দু'হাত ভরে ফুলের সকল গন্ধকে।

শান্তি নামের সুখ পাখিটা আনবো ধরে আনবো গো,
বুকের সাথে বুক মিলিয়ে রাখবো ধরে রাখবো গো
হাসবে আকাশ বাতাস তারা হাসবে জীবন রবিও
হাসবে রোদের সোহাগ পেয়ে রংধনুটার ছবিও।

উদার হবো অনেক উদার ঐ আকাশের মত যে
উদার গুণে করবো ক্ষমা পাপী মানুষ কত যে।

www.pathagar.com

জোসনা ধোয়া

জোসনা ধোয়া চাঁদের মেলায়
জোনাক জ্বলে ঐ
হাস্‌না হেনার মিষ্টি বাসে
উদাস হয়ে রই ॥

ঝিঁ ঝিঁ ডাকে শালিক ডাকে
বাঁশ বাগানের ছায়
মন যে আমার দূর অজানায়
হারিয়ে যেতে চায়।
হিজল বনে পুকুর ধারে
চুপটি করে রই ॥

ঝিলের জলে শাপলা ভাসে
কলমী লতার ফুল
কাশের বনে সাদা সাদা
নদীর দু'টি কূল
দূর নীলিমায় বকের সারি
কই গেলরে কই ॥

www.pathagar.com

দেশের গান

হাজার তুলির রঙের ছোঁয়ায়
আমার এ দেশে গড়া
হাজার ফুলের গন্ধে ভরা
হৃদয় আকুল করা ॥

আমার সবুজ গাঁয়ের মাঝে
মোহন মধুর ছবি,
জীবন নদীর তীর এঁকে যায়
কল্পনাতে কবি।
নাম না জানা পাখির গানে
কি যে পাগল করা ॥

ভোরের আভা যায় ছড়িয়ে
আসে পাখির ডাকে
রক্ত বরণ ফুলের মেলা
সবুজ পাতার ফাঁকে।
জোসনা ধোয়া চাঁদের আলো
মন যে উদাস করা।

www.pathagar.com

সবুজ পাখি

মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলছে হোলিখেলা,
দুর্ভাবনায় কাটছে সকল মুসলমানের বেলা।

দুর্নীতি আর দুর্গতিতে ঘাড় হয়েছে ভারী,
যোগ্য মাঝি নেই জাহাজে পার হতে না পারি।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি এই দুশ্চিন্তাতে পড়ে
দিনগুলো যে শব্দ ছাড়া যায় নীরবে ঝরে।

সব মোমিনের একটি দেহ একটি নিটোল মন
একটি সবুজ পাখির মাঝে একটি আবেদন।

তৌহিদী সুর ঝংকৃত হোক আল জিহাদের গানে
নতুন সুরের ছন্দ আনুক প্রতি প্রাণে প্রাণে।

www.pathagar.com

স্মৃতি

ছোট্ট বেলার স্মৃতি যখন
মনের মাঝে আসে,
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি সব
হৃদয় মাঝে ভাসে।

গোল্লাছুট আর দাঁড়িয়াবাঁধা
লুকোচুরি খেলা
নদীর জলে সাঁতার কাটা
ভাসিয়ে কলার ভেলা।

পাখি ধরার সে কি মজা
সকাল বিকাল করে,
কেমন যেন লাগে এখন
ওসব স্মৃতি স্মরে।

www.pathagar.com

রঙ মহলা

তুমি হওরে অনেক বড়
তোমার জীবন তুমি,
ফুলের মত গড়ো ॥

আকাশের উদারতা
সাগরের গভীরতা
পাহাড়ের ঐ দৃঢ়তা পড়ো ॥

নদীর ঐ ছুটে চলা
ফুলের ঐ রঙ মহলা
তোমার করে ধরো ॥

www.pathagar.com

অথৈ গানে

দেখ ঐ প্রকৃতিতে,
নতুনের সুর উঠেছে
জীবনের বাণী নিয়ে
গান ধরেছে ॥

ফাগুনের আগমনে
ফুলেরা ফুল বাগানে
জীবনের অথৈ গানে
দল মেলেছে ॥

গাছে ঐ নতুন পাতা
যেন এক সবুজ ছাতা
ছাতাটায় কার সে মাথা
হাত ধরেছে ॥

পাখিদের মিষ্টি গানে
জীবনে স্বস্তি আনে
মনের ঐ গহীন বনে
সুর তুলেছে ॥

www.pathagar.com

চাঁদ

নীল আকাশে তারার বাসা
দেখ চেয়ে,
তারার দেশে চাঁদ উঠেছে
মেঘ বেয়ে।

চাঁদের হাসি ভালোবাসি
মন দিয়ে,
মনের কথা বলবো তাকে
ফুল দিয়ে।

মধুর হলো চাঁদের হাসি
কি দিয়ে
সমীর বলে কানের কাছে
ফুঁ দিয়ে।

স্রষ্টা যিনি চাঁদ দিয়েছেন
আকাশে
তাহার হাতের কারুকাজে
আঁকা সে ॥

www.pathagar.com

জীবনের রঙ

কত দিন পার হলো নিভৃতে , নীরবে
সব কিছু চলে যায় জানি নাতো কি করে।
নদী তীর আছে ঐ, ঐ দূরে দেখা যায়,
জীবনের তীর কোথা, খুঁজে কভু নাহি পাই।

আকাশের কুল আছে, সাগরের মোহনা,
মরুভূর শেষ আছে হোক দূর যোজনা।
যত ফুল ফোটে তারা সকলেই ঝরে যায়,
ধরাতে জনম মানেই মরণের তরে ঠাঁই।

মৃত্যুই জীবনের সব কিছু শেষ নয়,
অক্ষত এ জীবন হয়নাতো ক্ষয় লয়।
নেই যার জীবনের লক্ষ্য ও বাসনা,
সেই শুধু মরে যায় পায় যত যাতনা।

রংধনু সাত রঙ দেখা যায় আকাশে,
জীবনের কত রঙ? কত রূপে আঁকা সে।
নেই নেই জীবনের রঙ নেই কোন,
জীবনের রঙ শুধু একটাই শোন।

কর্মের ফল হবে জীবনের রঙ,
ভাল কাজ কর যেন ধরে নাকো জং।

www.pathagar.com

ছোট্ট ভুবন

তোমরা যারা আজকে আমায় দেখছ ঘৃণা ভরে
অনাদরের কালো থাবা দিচ্ছ আমার তরে।
রক্ত রাঙা চক্ষু তুলে তাকিয়ে দেখ শুধু
ভালোবাসার সাগর রেখে দেখাও মরু ধু ধু।

হৃদয় আমার ছিঁড়ছো রে ভাই শক্ত তোমার হাতে,
এত্তটুকু মায়ার পরশ পাইনা খুঁজে তাতে।
অবহেলার পাত্র আমি অবজ্ঞাতে ভরা,
আমার দুঃখ দুঃখই থাক চাইনে আপন করা।

আমি আছি আমার গড়া ছোট্ট ভুবন মাঝে
ক্ষতি আমি করছিনাতো অন্য কারো কাজে।
আমি হব আমার মত অন্যের মত নয়
সৃষ্টি জগত নয়তো আমার স্রষ্টা শুধু ভয়।

www.pathagar.com

বদ্ধ পাগল

একি পাগল! বদ্ধ পাগল
ভূত উঠেছে ঘাড়ে,
আবোল তাবোল কথা বলে
কলের কাঠি নাড়ে।

কি কথা কয় কি যে বলে
হুশ রাখে না ঠিক,
গদির লোভে জ্ঞান হারিয়ে
ছুটছে দিক বিদিক।

বসছে গদি ধরছে গদি
ছাড়বে নাকো কভু
বাবার বাড়ির তালুক যেন
পেয়েছে গো বুবু।

মানুষ মরে রক্ত ঝরে
ভাঙছে কত গাড়ি
গদির লোভে জেঁকে বসে
যেন শ্বশুর বাড়ি।

অষ্টপহর রক্ত খেলা
খেলবি কত বল,
সময় আছে তাইতো বলি
ঠিক হয়ে তুই চল্।

www.pathagar.com

আমার জন্মভূমি

বাংলা আমার জন্মভূমি বাংলা আমার ছায়া,
বাংলা আমার ভালোবাসা বাংলা আমার মায়া।
হিজল তমাল গাছের ডালে গানের পাখির মেলা,
জোসনা রাতে দুধের মত ভাসে চাঁদের ভেলা।

সজনে ফুলে নয়ন ভরে হৃদয় আকুল করে,
হাসনা হেনার মিষ্টি সুবাস মনের দুয়ার ভরে।
দোয়েল কোয়েল ময়না শ্যামা হাজার গানের পাখি,
হাজার সুরের মূর্ছনাতে হৃদয় ভরে রাখি।

ধানের শীষে সবুজ ঘাসে উতল করা প্রাণ
ঝিলের জলে শাপলা শালুক আমার দেশের মান।
সকাল বেলা কৃষক মজুর লাঙল নিয়ে মাঠে
রাখাল ছেলে গরুর পালে আপন মনে হাঁটে।

গাঁয়ের বধু কলস কাঁখে নিত্য সকাল বেলা
কানামাছি দাঁড়িয়াবাধা জমে বিকেল বেলা।
প্রজাপতি রঙিন পাখা ফুলের গায়ে মেলে,
কি অপরূপ দৃশ্য এ যে দেখনা নয়ন মেলে।

এই তো আমার জন্মভূমি এই তো আমার দেশ,
ভালোবাসা শুরু হেথায় ভালোবাসার শেষ।

www.pathagar.com

ঢাকা শহর

ঢাকা শহর টাকার শহর গাড়ির শহর আর,
এই শহরে সবই আছে শান্তি পাওয়া ভার।
ছন্দ আছে গন্ধ আছে মন্দ আছে ভরা,
অন্ন আছে, বস্ত্র আছে জীবন এবং মরা।

দুস্তি আছে, বস্তি আছে, আছে অনেক ছাই,
ধুলা বালি সবই আছে স্বস্তি কিন্তু নাই।
নেতা-নেত্রী বুদ্ধিজীবি পরজীবি ঢাকায়,
মানব শিশু এই শহরে পিষ্ট গাড়ির চাকায়।

রাস্তা আছে গলি আছে, ইলেকট্রিকের খাম্বা আছে
অনেক রকম ধান্দা আছে, বেঁটে এবং লম্বা আছে।
হরেক রকম রং দিয়ে এই জীবনটাকে সাজায়
শান্তি সুখের নাইরে নাগাল অশান্তি ঢোল বাজায়।

www.pathagar.com

শোনরে অবুঝ

শোনরে অবুঝ ছোট্ট পাখি
মধুর সুরে উঠ না ডাকি,
ঘুম ভাঙাতে ফুলের,
তোমার ডাকে ভাঙবে ঘুম,
মৌমাছিরা দেবে চুম
দূর হবে সব ভুলের।

অজ্ঞতাকে করতে দূর
জ্ঞানের বাঁশীর বাজাও সুর
জ্বালাও আলো জ্ঞানের,
মন্দটাকে ধ্বংস কর
সত্য পথের ঝাণ্ডা ধর
ভাঙো কালো ধ্যানের।

মিথ্যা বলে জীবন চালায়
আড্ডা মেরে সময় কাটায়
লজ্জা নেইকো যাদের,
লেখা-পড়ার নেই যে বালাই
অশান্তিরই আগুন জ্বালায়
ধ্বংস কর তাদের।

দুখীর তরে করো যতন
জাগাও যারা অর্ধচেতন
নেইকো সাহস বুকে,

www.pathagar.com

বাঁচাও তাদের শক্ত হাতে,
অত্যাচারের খড়্গ হতে
মরছে যারা ধুকে।

হিংসা বুকে পুষছে যারা
সব মানুষের শত্রু তারা
তারাই ক্ষতির মূল।
তাদের তরে ঘৃণা ছড়াও
ভালো দিয়ে জগৎ ভরাও
ফুটবে আলোর ফুল

www.pathagar.com

এক যে ছিল কবি

এক যে ছিল কবি
আঁকতো অনেক ছবি।
লিখতো অনেক ছড়া,
নজর দিতো কড়া।
রাখতে জাতির মান,
চলতো অবিরাম।
ডাগর দু'টি চোখে,
উজ্জ্বলতা মুখে।
মুচকি হাসি হেসে
সব কে ভালবেসে
নিতো আপন করে,
গভীর হৃদয় ভরে।
স্বপ্ন ছিল মহৎ,
গড়বে বিশ্ব জগৎ।
মিথ্যা পচা ফেলে,
জ্ঞানের আলো জ্বেলে।
বড় হতে হবে,
জাগবে স্বদেশ তবে,
ঘুচাতো সে দুখ
নামটি ফররুখ।

www.pathagar.com

আজ নয় কাল

আজ নয় কাল,
এই বলে কত দিন
কেটে গেল শত দিন
খুলে নাতো সময়ের সুখের কপাল।

আজ নয় কাল,
সময়ের স্রোত চলে
বরফের মত গলে
কাল বলে আসে নাতো সুখের সকাল।

www.pathagar.com

বনের পরে বন

জীবন জাগার গান ধরেছে বনের শত পাখি,
ডানা মেলা পাখিগুলো কেমনে ধরে রাখি।

এপার থেকে ওপার গিয়ে ছড়ায় গানের শীষ
স্বাধীন স্বাধীন শব্দ শুনি খুঁজে না পাই দিশ।

বাঁশের মাথায় একটু দুলে বনের পরে বন
হাজার গানের সুরের ছোঁয়া উদাস করে মন।

উদাস মনে উছল হাওয়া দোল দিয়ে যায় দোল
হাওয়ার শরীর ভেজা শুধু গোলাপ ফুলের ঝোল।

দিনের পীঠে, রাতের ভেলা রাতের ঘাড়ে দিন,
কালের স্রোতে যাচ্ছে ভেলা হয় না অমলিন।

বটের মেলায় বাউল সুরে ভরে না আর মন
সোনালী ঐ আলোর ছোঁয়ায় কাটেনা আর ক্ষণ।

www.pathagar.com

বড় হবার জন্যে

বড় মাপের মানুষ হতে বড় হৃদয় লাগে,
বিশাল হৃদয় গড়তে হলে শিখতে হবে আগে।

সত্যিকারের শিক্ষা ছাড়া মানুষ হওয়া ভার
সেই তো মানুষ ক্ষমা করার সাহস আছে যার।

দুঃসাহসী মানুষ কেবল করতে ক্ষমা জানে
আপন গুণে সবাইকে সে নিজের কাছে টানে।

ক্ষুদ্র দিয়ে অনেক বড় যায় না কিছু করা,
অযোগ্যতার শাবল দিয়ে যায় না বিশ্ব গড়া।

www.pathagar.com

ঝিলের জলে

ঝিলের জলে শাপলা ফুলে খৈ ফুটেছে খৈ,
প্রজাপতি উড়াল দিয়ে কৈ গেলরে কৈ?

দিক বিদিকে ঘুরছে ভোমর নাই ঠিকানা নাই,
হঠাৎ ক্ষেপে শালিক বলে যাইরে কোথায় যাই।

বনে বনে গহীন বনে দোয়েল ছড়ায় সুর,
কোথায় আমার শাপলা শালুক দূর কি অনেক দূর

শাপলারা কি রাগ করেছে ডুবিয়ে দিল ঝিল
তাই কি বুঝি আকাশটাতে ডানা ছড়ায় চিল?

না না, বাপু সত্যি কথা, নেইতো কোন ভুল
দেশের প্রেমে আত্মহারা ঝিলের শাপলা ফুল।

www.pathagar.com

মহাকালের শির

ধাবমান ঐ কলের ঘোড়া কাঁপছে কালের শির,
স্রোতের টানে ভাসছে দেখি মহাকালের তীর।
কালের পেটে হারিয়ে গেছে মানিক শত শত
থামছে নাতো কালের চাকা ঘুরছে অবিরত।

সাক্ষী আছে চাঁদ সেতারা মৌসুমী সব বায়ু
আর থাকেনা যখন যাহার শেষ হয়ে যায় আয়ু।
এইতো সেদিন ছোট্ট বেলা খেলার সাথী মিলে,
লুকোচুরি খেলতে গিয়ে হারিয়ে যেতাম ঝিলে।

ঝিলের পাশে ঝিলের মেলা হাজার গাছে বন
বনের বুকে পাখির গানে উদাস হত মন।
ছোট্ট সে মন স্বপ্ন বুনে পাখি হবার লোভ,
পায়না পাখা বিদ্রোহী মন জমতো ভীষণ ক্ষোভ।

ছিটকে পড়ে স্বপ্নগুলো ছিন্ন হলো জাল
ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিল মন পবনের পাল।
ভাসলোনা আর জোয়ার বানে পাল হারা ঐ নাও,
আসলোনা সেই মৌসুমী সব আম কুড়ানো বাও।

মনের আকাশ থাকলো ফাঁকা জাগলোনা আর চাঁদ,
আঁধার পেটে হারিয়ে গেল মনের স্বপ্ন সাধ।
ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে গড়ে মাটির ঘর
বাস্তবতার কঠিন টানে ভাঙছে বালির চর।

www.pathagar.com

রোদের ফণায় শিশির কণা মৃত্যু মুখে পড়ে
জীবন সেতো ঘাসের ডগার শিশির মত ঝরে।
মহাকালের কালো থাবা নিভিয়ে দেবে বাতি
থাকবেনা আর আলোক রেখা আসবে গহীন রাতি।

এইতো জীবন, এটাই জীবন, হায়রে বালির ঘর
মায়ার বাঁধন ছিন্ন হলে সবই তখন পর ॥

www.pathagar.com

পদ্মফুলের হাসি

কাজল দীঘির কালো জলে
পদ্মফুলের হাসি,
শিশির ধোয়া ঘাসের ডগায়
মুক্তা রাশি রাশি ॥

এই দেশেরই সবুজ রূপে
কাব্য গানে গানে,
উদাস করা বাউল সুরে
মন যে আমার টানে।
ঝরা ফুলের সুবাস যেন
ভালোবাসাবাসি ॥

সকাল বেলা মিষ্টি রোদে
দোয়েল ছড়ায় সুর,
ঝাঁকের পরে ঝাঁকের মেলা
চলছে কত দূর?
এই দেশেরই মাটি মানুষ
গভীর ভালোবাসি ॥

www.pathagar.com

কাপুরুষ

সত্যি কথা বলতে হলে
সাহস লাগে বুকে,
তোষণ নীতির ধারক যারা
মরবে ধুকে ধুকে।

পুরুষ নামের কাপুরুষে
বিশ্ব জগৎ ভরা,
মানুষ নামের কলংকরা
থাকে পরস্পরা।

মোনাফেকী করে বেড়ায়
কি যে ভীষণ পাজী,
যুদ্ধ ছাড়া হঠাৎ করে
যায় বনে যায় গাজী।

সবার কাছে ভালো থাকার
ফন্দি করেন তিনি
আসলে ভাই আমরা তাকে
ভালো করেই চিনি।

মরার আগে এরাই মরে
এরাই ভীষণ ভীতু,
এদের কাছে সবই সমান
শরৎ-বর্ষা-ঋতু।

www.pathagar.com

সময়ের খেলা

সময়ের প্রতি যদি
কর তুমি হেলা,
সময় তোমাকে নিয়ে
জমাবেই খেলা।

সে খেলায় আছে জেনো
শুধু পরাজয়,
জীবনের প্রতি বাঁকে
জাগে কতো ভয়।

পৃথিবীর সব কিছু
দিলে বিনিময়।
পাওয়া যাবে এতটুকু
অতীত সময়?

www.pathagar.com

নীলের সাগর

আমার দেশের শরীর জুড়ে
সবুজ রং-এর মেলা
ঝিঙের মাচায় প্রজাপতি
জমায় নানান খেলা।

হাজার পাখি ছড়ায় ডানা
ঝাঁকের পরে ঝাঁক,
পাখির ভারে কাঁপছে বুঝি
হিজল বনের বাঁক।

বাঁক পেরিয়ে একটু দূরে
আমার সবুজ গাঁ,
সাত সকালে গাঁয়ের পথে
ভেজায় শিশির পা।

নীলের সাগর আকাশটা ঐ
খুঁটি বিহীন ছাদ,
গড়তে এদেশ মনের মত
জাগে ভীষণ সাধ।

www.pathagar.com

হাস্‌নাহেনা ও শেফালী

জুঁই চামেলি ফুল শিউলি
আয়রে তোরা আয়,
সবাই মিলে যাইরে চলে
নবীর মদীনায় ॥

নবীর দেশে গানের পাখি
গান ধরেছে সব
মোহাম্মদের নামে গানের
শুনছি কলরব
তাইতো গানের এমন মধুর
সুর ছড়িয়ে যায় ॥

দিনে রাতে রহম ঝরে
কদম পরে যার
চুমু দিয়ে ভরে দেব
কদমখানি তাঁর
হাস্‌নাহেনা ও শেফালী
জলদি ছুটে আয় ॥

www.pathagar.com

তুমি আমার

বারে বারে আসি আমি ফিরে তোমার কাছে,
তুমি ছাড়া আপন আমার আর কে বলো আছে

তোমার দয়ায় কদম ফেলে হাঁটছি অনেক দূর
অন্ধকারে থমকে গেলে আসে তোমার নূর।

বাঁচাও মরাও যখন যাকে ইচ্ছে করো তুমি,
আপন মনের রং তুলিতে সাজাও বিশ্বভূমি।

সাত সাগর মহাকাশ কিংবা যত নদী,
তোমার প্রেমের সারি গেয়ে বইছে নিরবধি।

তুমি মহান সত্তা একক তুমি সবার প্রভু,
তোমার রহম বিনে কারো হয়না গতি কভু।

তুমি আমার স্বপ্নভূমি তুমি আমার রব
তুমি আমার জীবন মরণ তুমিই আমার সব।

www.pathagar.com

চাঁদের ভেলা

জাকির আবু জাফর

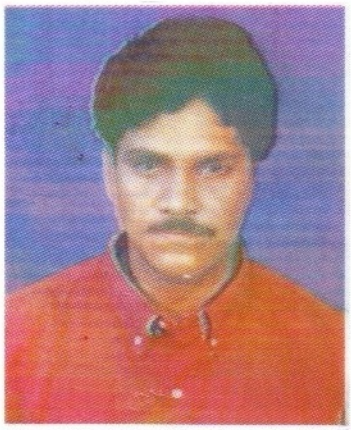

জাকির আবু জাফর এক যুগেরও অধিক কাল থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়টাতে নিজের নাম নিয়েও কিছু এদিক-ওদিক করে শেষ পর্যন্ত এই নামে থিতু হয়েছেন। তার সমাজ সচেতন শিশু-মনস্ক লেখাগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

সোনাগাজীর সোনার ছেলে জাকিরের জন্ম দক্ষিণ-পূর্ব চরচান্দিয়ায়। লেখাপড়া করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখছেন ছড়া, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প সবকিছুই।

প্রতিশ্রুতিশীল এই তরুণের প্রথম কিশোর উপযোগী কাব্যগ্রন্থ 'চাঁদের ভেলা' বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি 'চাঁদের ভেলা' সবার কাছে সমাদৃত হবে।

প্রকাশক।

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

ই-মেইল asfaqure@bdonline.com